প্রথম আলো

তারিখ ..16.OCT..2015.....
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৩......

প্রশিক্ষণের সম্মানী কেটে রাখার অভিযোগ শিক্ষকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহীতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ বিস্তরণ ও মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ চলছে। এই প্রশিক্ষণের সম্মানীর টাকা কেটে রাখার অভিযোগ তুলে গতকাল বৃহস্পতিবার চার শতাধিক শিক্ষক বিক্ষোভ করেছেন। তাঁরা এই সম্মানী গ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছেন।

শিক্ষকেরা বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয় থেকে এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে একটি ব্যাচে ৪৫ জন করে শিক্ষক অংশ নিচ্ছেন। একসঙ্গে ১০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গত মঙ্গলবার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিন দিনের এই প্রশিক্ষণে বাংলা, ইংরেজি, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, দর্শনসহ ১০টি বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজের কলেজ ভবনে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে এর আগে ২ হাজার ৮০০ টাকা করে সম্মানী দেওয়া হয়েছে। এবারও শিক্ষকদের কাছ থেকে একই পরিমাণ টাকার বিপরীতে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে।

গতকাল বিকেল চারটার দিকে টাকা বিতরণ করার সময় তাঁদের বলা হয়, ভ্যাট বাবদ ১০ শতাংশ টাকা তাঁদের কম দেওয়া হবে। কলেজের নিচের কক্ষে বাংলা ও ইংরেজির শিক্ষকদের আগেই ১৫০ টাকা কম করে দিয়ে সম্মানী বিতরণ করা হয়েছে। এ খবর অন্য শিক্ষকদের কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

ক্ষুব্ধ শিক্ষকেরা বলেন, অতীতে যাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের কোনো ভ্যাট কাটা হয়নি। আবার ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট কাটলে ২৮০ টাকা কম নেওয়ার কথা। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজির শিক্ষকদের কাছ থেকে ১৫০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে এই টাকার অঙ্কের মিল নেই দেখে শিক্ষকেরা আবারও বিক্ষোভ শুরু করেন। এনবিআরের কোন পরিপত্রে এই ভ্যাট কাটার কথা বলা হয়েছে, তাঁরা সেটা দেখতে চান। কিন্তু দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা সেটা দেখাতে পারেননি। এ ঘটনার পর বিকেল পাঁচটার দিকে রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা কার্যালয়ের উপপরিচালক শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী ঘটাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ক্ষুব্ধ শিক্ষকেরা বলেন, অতীতে যাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের কোনো ভ্যাট কাটা হয়নি। আবার ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট কাটলে ২৮০ টাকা কম নেওয়ার কথা। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজির শিক্ষকদের কাছ থেকে ১৫০ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে

জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০১৫ সালের জুনে এনবিআর এই পরিপত্র জারি করে। বিষয়টি তাঁরা খেয়াল করেননি। আজ (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে তিনটার সময় শিক্ষকদের সম্মানীর টাকা প্যাকেট করার সময় বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। তারপর শিক্ষকদের বিষয়টি জানালে তাঁরা নিজেরা টাকার অঙ্ক কেটে সই করতে আপত্তি জানাচ্ছেন। তিনি তাঁদের দেখানোর জন্য অনলাইনে একটি পরিপত্রের কপি ডাউনলোড করার চেষ্টা করছেন। আগে যাঁরা পুরো সম্মানী পেয়েছেন, তাঁদের কী হবে—জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাঁদের যে পরিমাণ ভ্যাট কাটার কথা ছিল, সেই পরিমাণ টাকা এখন নিজের পকেট থেকে সরকারকে দিতে হবে।

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টার সময় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। শিক্ষকদের নিজ নিজ কক্ষে বসতে বলা হচ্ছিল।